গেট লস্ট !

পাঁচু রায়

থাকলে আছ, না থাকলে নেই। গেট লস্ট !

প্রতিবাদের সংকট সর্বদেশে সর্বকালে এবং সমস্ত আন্দোলন সংগ্রামে। শুধু থিয়েটারকে এ ব্যাপারে দায়রায় সোপর্দ করে লাভ নেই। বা এটা এমন নয় যে, এই সময়ের থিয়েটারেই এই সংকট রয়েছে। অন্য সময়ের থিয়েটারে তা হয়নি। একটা পুরানো গল্প দিয়ে, ৩৫ বছরের পুরানো গল্প দিয়ে আলোচনাটা শু করি। সবই আমার শোনাকথা। সিপিআইএমএল এর প্রথম পার্টি কংগ্রেস হওয়ার আগে নেতৃত্বের তরফ থেকে একটি দলিল সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল আলোচনার জন্য। এটা সর্বজনবিদিত যে, সে দলিলে কোনও গণলাইন ছিল না, খতমের লাইনই অগ্রাধিকার পেয়েছিল। কিন্তু নীচের তলা থেকে চবিবশ পরগণার সদস্যদের মধ্যে একটি পাল্টা দলিল রাখা হয়েছিল যেখানে মাস লাইনই প্রাধান্য পেয়েছিল। দলিলটি আলোচিত এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। চবিবশ পরগণার সম্মেলনে এই দলিল নিয়ে আলোচনা করতে উঠে এক প্রথম সারির নেতা বললেন --- গ্রামের দীন দরিদ্র চাষি ক্ষেতু বাগদি। তার ক্ষয়াটে চেহারা, ঠিকমত তেল জল না পাওয়ার চুলগুলো কেমন কেমন, শরীরের হাড় গোনা যায়, চামড়া কুচকে আছে। যেখানে যেখানে মোটা গোদা পা চারিদিকে ফুটিফাটা। গ্রামের জোতদার তোবটেই, কেউই তাকে মানুষ বলে মনে করেনি কখনও। সেই ক্ষেতুর ফুটিফাটা পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে গ্রামের ফর্সা টুকটুকে ব্রাহ্মণ জমিদার বলছে--- ক্ষেতু তুই আমাদের বাঁচা, আমাদের বাঁচা ক্ষেতু। বলছে কারণ ক্ষেতু এখন গ্রামের গেরিলা স্কোয়াডের কমান্ডার। এটাই ডিকটেটরশিপ অব দ্য প্রলেতারিয়েত ! এটাই সর্বহারার হাতে ক্ষমতা। মাস লাইনে এইভাবে ক্ষমতা আসে না। এক লহমায় প্রতিবাদেরর জোয়ারে ব্যাপক ভাটা এনে দিলেন নেতা। বিপুল ভোটে প্রতিবাদী দলিলটি খারিজ হয়ে গেল। তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলনেও দেখুন প্রতিবাদের কী তীব্র সঙ্কট !আজ আমরা বুঝি সেদিন সেই মাস লাইন গৃহীত হলে আন্দোলনটা এমন মুখ থুবড়ে পড়ত না অকালে। রাজনৈতিকআন্দোলনের ইতিহাসে প্রতিবাদের এমন সব সঙ্কটের অনেক অনেক ছবি এদেশে বিদেশে সর্বত্রই পাওয়া যাবে। তাইথিয়েটারকে শুধুমাত্র কাঠগড়ায় কেন টেনে আনা। বিশেষ করে আজকের থিয়েটারে যখন তুমুল প্রতিবাদী রাজনৈতিকব্যক্তিত্বরা রাষ্ট্রের সামনে ক্ষমতার সামনে হাঁটুমুড়ে বসে পড়েছেন। প্রতিবাদী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা এবং এক সময়ের প্রবল প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবীরা যখন রাষ্ট্রের লেজ ধরে ঝুলে পড়েছেন, তখন আজকের থিয়েটারের দিকেই কেন অভিযোগের তির !

বাংলা থিয়েটারের নির্মাণপর্ব কোনও প্রতিবাদী ঐতিহ্য থেকে হয়নি। ইংরেজরা তাদের মোসাহেব তৈরি করার জন্য প্রসেনিয়াম থিয়েটারের আমদানি ঘটিয়েছিল। যদিও একসময় এই প্রসেনিয়াম থিয়েটারেই উড়েছিল ব্রিটিশবিরোধী ধবজা। আমাদের থিয়েটারে প্রতিবাদের সংকটের প্রথম শিকার সম্ভবত মাইকেল মধুসূধন দত্ত। হিন্দুত্বেতখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার উপাদান থাকত। হিন্দুমেলা, স্বদেশিমেলা তার যথেষ্ট উদাহরণ। মধুসূদন হিন্দু ড্রামা লিখলেন ব্রিটিশ শাসনকে কিঞ্চিৎ আত্রমণ করে। এই সামান্য প্রতিবাদ সেদিন বেলগাছিয়া সহ্য করেনি। যারা মধুসূদনকে নাট্যকার হতে সর্বতো সাহায্য করেছিলেন, তারাই ঘুরে দাঁড়ালেন। মধূসূদনের হিন্দু ড্রামা মঞ্চস্থ হলনা। দীনবন্ধু মিত্রর নীলদর্পণ প্রয়োগ

করার তো প্রশ্নই আসে না। বেলগাছিয়া থিয়েটার করেওনি। করেছিল ন্যাশনাল থিয়েটার তার প্রথম রাজনীতি।
১৮৭২ সালে স্থাপিত ন্যাশন্যাল থিয়েটার বাংলা নাট্য জগতে প্রতিবাদের সংকট মোচনে নতুন জানালা খুলে দিয়েছিল। মূলত ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ নাট্যকর্মের কারণেই ১৮৭৬ সালের নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের জন্ম।গজাদানন্দ ও যুবরাজ, হনুমান চরিত্র, দ্য পুলিশ অব পিগ এ্যন্ড শিপ ইত্যাদি প্রতিবাদী নাটক আজ ইতিহাস। প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমন এবং তাকে ঘিরে বাঙালি নব্যবাবুদের পদলেহনবৃত্তি এবং পুলিশ প্রশাসনের অপদার্থতা এবং অত্যাচার ঐ সব নাট্যকর্মের প্রতিবাদী চরিত্রের নির্মাণ ঘটিয়ে বাংলা থিয়েটারে প্রতিবাদের সংকটের অবসানঘটায়। যদিওকিছুদিন পর গিরিশ ঘোষের নেতৃত্বে বাংলা থিয়েটারের পুনর্জ্জীবনের মাধ্যমে আবার শু হয় প্রতিবাদের তীব্রতমসংকট।
সুতরাং আজকের থিয়েটারে প্রতিবাদের সংকট কোনও নতুন বিষয় নয়। এর যেমন রাজনৈতিক এবং সামাজিক ধারাবাহিকতা আছে, তেমনি একটা আছে নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতায়ও। সংস্কৃতি জগতে সত্তরের দশকের পরথেকে একটা বন্ধ্যা সময় গেছে। আপাত বিষয়ে উদ্দেশ্যহীন মনে হলেও একটা উদ্দেশ্য ফল্গুধারার মতন তখন বহতা ছিল। সেটা হল, রাষ্ট্রবিরোধী এবং পুঁজিবিরোধী অবস্থান থেকে নিজেদের সরিয়ে আনা। এটা খুব জরি ছিল, কেননা প্রতিবাদী নাটক যারা করতেন তাদের পিতৃপ্রতিমরা তখন রাষ্ট্রে ছোটো হলেও, এক অংশীদার, ফলত পুঁজির দেখভাল করার আংশিক দায়িত্ব তাদের উপর বর্তেছিল। এই অবস্থায় থিয়েটার তার আগের তুমুল প্রতিবাদী অবস্থানেথাকবে এটা ভাবাই অর্বাচীনতা। সেই সঙ্গে বিশ্বায়ন বিরোধিতার নামে যেমন চলে বিশ্বায়নের এক ধরনের চামচাবাজি এবং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির জন্য কার্পেট বিছিয়ে দেওয়ার কুকর্ম, তেমনি আমাদের নাটকেও এই ধরনের ছায়াযুদ্ধের মহড়া চলে অনুক্ষণ। এটা ছাড়া তার টিকে থাকাই আজ দুরূহ। কেননা, থিয়েটার ক্রমে ক্রমে এক বিপুল ব্যয়সাধ্য বিষয় হয়ে উঠছে ক্রমাগত। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবিলা করার সরল মনোবৃত্তি থিয়েটারের এক অংশকে রণপায়ে দাঁড় করিয়েছে। ফলে প্রতিবাদীর মুখোশ পরে সে যখন বাম জনতাকে প্রসেনিয়মে টানতে চায় তখন এর পাশাপাশি তাকে খেয়াল রাখতে হয় এমন কিছু না করা যাতে অনুদানের জোয়ারে ভাটা পড়ে কোনও ক্রমে। কেননা অনুদান বন্ধ হলে বা কমে গেলে সব বিপ্লব খতম। সুতরাং অনিবার্য নিয়মে একটা দড়ির খেলা খেলতে হয়। দড়ির খেলা খেলতে হয় অন্য একটি কারণেও। বিভিন্ন ঘটনার ভিতর দিয়ে শাসকদল সকলকে সমঝে দিয়েছে তার বিদ্ধাচরণ করে এই বঙ্গে নাট্যচর্চা সহ কোনও সংস্কৃতি চর্চা টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। সুতরাং প্রতিবাদী থিয়েটারেরও ধরি মাছ না ছুঁই পানির তত্ত্ব মাথায় রাখতে হয়। প্রতিবাদের সংকটের উৎস এই সব এলাকায়ও। একটি উচ্চাকাঙ্খা, অন্যটি ভয়। দুটোই মনে হয় এই সময় অনিবারণীয় উপসর্গ। ক্ষমতার সঙ্গে থাকা এবং ক্ষমতাকে ভয় পাওয়া! আলোচনার উদাহরণ টেনে আনলে কিঞ্চিৎ বিপত্তির সৃষ্টি হয়। হওয়াই স্বাভাবিক। তবুও দু'একটি অতি সাম্প্রতিক প্রযোজনার কথা বলি যেখানে এই সংকটের জালে প্রযোজনাগুলি অবদ্ধ বা এই সংকটের জাল ছিন্ন করে প্রযোজনাটি অন্য কোনও দিশা পেয়েছে। একেবারে অতি সাম্প্রতিক কিছু প্রযোজনার কথা এই প্রসঙ্গে আনব আমরা।
সৃজন নামক একটি নতুন দল বেচারা পেঁচারা নামে হর ভট্টাচার্যর একটি নাটকের মঞ্চায়ন ঘটিয়েছে। এইসময়ের মস্তানতন্ত্রের দুরপনেয় রাজনৈতিক ব্যাধির বিদ্ধে এটি এক সুস্পষ্ট উচ্চারণ। একটি ছোট গণ্ডির মধ্যে ঘোরফেরা করলেও একটা পর্যায় পর্যন্ত প্রতিবাদের সংকটের হার্ডল তারা অতিক্রম করেছে। তারা এই নাটকে প্রধান শাসকদল ও পুলিশের নির্লজ্জ আঁতাতের যে ছবি এঁকেছে তা এই সময়ের পক্ষে বেশ ঝুঁকির। এরা শুধুমাত্র আঁতাতটা তুলে ধরেননি, একে ধবংস করার, উন্মোচিত করার একটা পথও দেখান তাঁদের মতন করে। যদিও এই নাটকে রাষ্ট্রের কথা বলা হয় না, রাষ্ট্রের সঙ্গে বামদলের গভীর নিবিড় সম্পর্কের কথা বলা হয় না, রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভাঙ্গারও কথাবলা হয় না, নেতিবাচক বস্তুত রাষ্ট্র তেমনভাবে প্রথম সারিতে আসেও না, তবু এই সময়ের আমাদের অভিজ্ঞতার এক খণ্ডচিত্র এই নাটকে আমরা দেখতে পাই। এই ছোট্ট নিটোল প্রতিবাদের কারণে নাটকটির খবরের কাগজে তেমন আলোচনা হয় না। হলেও সেটি বিরূপ সমালোচনা হয়।
অর্ঘ নামক আর একটি ছোটো দলের রায়ট নামক নাট্য কর্মটিও এমন এক প্রযোজনা যেখানে মানব মানবীর সম্পর্কের এক প্রগাঢ় চিত্রের পাশাপাশি হিন্দু ফ্যাসীবাদের বিদ্ধে প্রতিবাদের তীব্র ছবি আঁকা হয়। সেই সঙ্গে হিন্দু ফ্যাসিবাদের বিদ্ধাচরণের প্রশ্নে বামদলের দ্বিচারিতার একটি খণ্ড চিত্রও তুলে ধরা হয়। ফলে এই প্রযোজনাটি, যাকে বলে, একটি টোটাল থিয়েটারের চেহারা নেয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতার প্রশ্নে বামদলের দ্বিচারিতাতু লে ধরার অপরাধে সে অপরাধী

সাব্যস্ত হয় বাম অনুগামী চর্চিত নাট্যবিশেষজ্ঞ দ্বারা। রায়ই প্রতিবাদের সংকট কাটিয়ে ওঠার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সুস্পষ্ট উচচারণের নাটক। কিন্তু এরাই সংকট নাটকে প্রতিবাদের সংকটের জালেধরা পড়েন। ছাত্রফ্রন্টে বাম নিয়ন্ত্রিত ফ্যা সিবাদের যে নির্লজ্জ শরীর অর্ঘ তুলে ধরেন, সময়ের সুচিন্তিত উল্লেখ নাথাকার কারণে এটা বলার অবকাশ থেকে যায় যে, এটা বামজমানার যেমন হতে পারে তেমনি হতে পারে কংগ্রেস জমানারও। ফলে দর্শক উত্তেজনায় আগুনে হাড় সেঁকে নিলেও উত্তেজনাটা কেন, কাদের জন্য তা বোধগম্য হয় না।একটা ফাঁকি থেকে যায়। আপোষ থেকে যায়। যেমন লড়াকু শক্তিটি একেবারে বিচ্ছিন্ন ব্যতিত্রমী হিসাবে চিত্রিত হয় যা আদপে কখনই হতে পারে না। এই যে দড়ির খেলা এটাই এই সময়ের প্রতিবাদের সংকট। কিন্তু এই অর্ঘ্যই খেলার দড়িকে ছেঁড়া তমসুক করে রায়ট প্রযোজনা করে স্মরণীয় হয়ে থ াকেন। সুস্পষ্ট প্রতিবাদের যে ভিন্ন সুর আছে অর্ঘ্য আশা করি তা অনুধাবন করবেন। ব্লাইন্ড অপেরার আতরবালার সীম ান্ত গাঁথা, এমনই একটি টোটাল থিয়েটার, যেখানে নিম্নবর্গের মানুষ কাঁটতারের বেড়ায় বিচ্ছিন্ন মানুষ রাষ্ট্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন মানুষ লোভে আকীর্ণ মানুষ বামনামাবলি গায়ে দেওয়া মানুষের কথা অকপটে বলা হয়েছে। আজকের প্রতিব াদের সংকটকালে ব্লাইন্ডঅপেরার আতরবালার সীমান্ত গাঁথা প্রায় মাইলফলকের মতন।

কলকাতার থিয়েটার, পশ্চিমবঙ্গের থিয়েটার প্রতিবাদ করে না। এরা রাজনৈতিক নয় একথা আমরা বলেত পারব না। র াজনীতির প্রতিবাদের তো বিভিন্ন এলাকা আছে। নির্বাচিত এলাকায় দাঁড়িয়ে অনেকে প্রতিবাদ করেন। যেমন মণিপুরে স ামরিক বাহিনীর অত্যাচার এক বিশেষ ক্ষমতা আইন বিলোপের প্রশ্নে কেউ কেউ সামিল হচেছন।এর মধ্যে একদল গান্ধি মূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন। তাদের দাবি বিশেষ ক্ষমতা আইন থাকা কিন্তু তাকে গণতান্ত্রিক করা হোক। সোনার পাথরবাটির এই সব তত্ত্বও উচচারিত হয় নিরাপদ অবস্থান থেকে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এগুলিই প্রতিবাদের সংকট। যেমন ধণ, জঙ্গিপুরে এপিডিআর কর্মীদের উপর আত্রমণের প্রতিবাদে স্টুডেন্টস হলের গণকনভেনশনে এক সর্বভারতীয় দলের সাধারণ সম্পাদক বললেন, শোনা যাচেছ এপিডিআর -রে পতাকাতলে জঙ্গিপুরে একটি বিশেষ দল কাজ করছে। অর্থাৎ তাঁর অপছন্দের বিশেষ দলটি যদি রাজনৈতিক কাজকর্ম চালায় তবে তার উপর আত্রমণে কোনও অন্যায় নেই। একজন বিখ্যাত নকশাল নেতা বললেন, সারা রাজ্যে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাকে ডেপুটেশনের মাধ্যমে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটকে জানাতে হবে। রাজনৈতিক মঞ্চের প্রতিবাদের এই তীব্র সংকটের সামনে কি করতে পারে নাটকের দলগুলি ! কতকটুকু মুরোদ তার!

তারা শূদ্রায়ন, হায় রাম, ভবম চলেছে যুদ্ধে, মঞ্চস্থ করবেন রাজনৈতিক নাট্যকর্ম হিসাবে, কিন্তু কোনও কথা বলবেন না এদেশের এ রাজ্যের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে। তারা গভীর এবং চমৎকার নাটক করবেন--- চিলেকোঠার সেপ াই, অচরিত, খোয়াবনামা স্মরণীয় সব প্রযোজনা --- রাজনীতির কথা সুন্দরভাবে আসে, কিন্তু একটা এলাকা বাদ থেকে য ায়। নির্দিষ্ট এলাকা --- এ রাজ্যের ক্ষেত্রে জরি এলাকা। কলকাতার থিয়েটার সোজনবাদিয়ার ঘাট করে চমকে দেয় তার অসামান্য আয়োজনে, দলগত ব্যক্তিগত অভিনয়ে। সাম্প্রদায়িকতার কথা বলে।কিন্তু বিশেষ কাউকে চটায় না। নগর কীর্তনে আমরা ভাবি বুঝি একটা প্রতিবাদ উচচারিত হল। কিন্তু না --- ভাবতে হয় অনেক কিছু ভাবতে হয়। প্রতিবাদ তাই আর ঠিকঠাক হয়ে ওঠে না। অন্তর বাহির দেখতে যাই। প্রথমার্ধে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ত্রাতা যেখানে অবদ্ধ হয়েছিল সেখ ান থেকেই কি নাট্যকার পরিচালক যাত্রা শু করলেন! প্রতিবাদের নাটক গড়ে ওঠে গড়তে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে এসে আমরা মুখ থুবড়ে পড়ি। আপোষ আর আপোষ। যেমন শনিমঙ্গল আমাদের প্রচণ্ড আশাবাদী করে তোলে। কিন্তু আশার পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ হয় না। সেই দিক থেকে চোখ নামক ছোটো দলটি তাদের ভাঙ্গা মানুষ -এ আপোষহীন প্রতিবাদ করতে চেয়েছে। অবশ্য বিহারের প্রেক্ষাপটে।

আমি এদের দোষ দেব না। দোষ দেবার, অভিযুক্ত করার কোনও অধিকার বা ইচছা এই অধমের নেই। এঁরা এবং আরও অনেকে এইভাবে শুধু যে থিয়েটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তা নয়, থিয়েটারে, রাজনীতিটাও টিকিয়ে রেখেছেন। আর এইটুকু আপোষ না করলে থিয়েটারের পলিট্রিকসের চাপে দলগুলির নাভিশ্বাস হতো। সামান্য প্রতিবাদ হলেই কি কাণ্ড ঘটে যায় তা আমরা তিস্তাপারের বৃত্তান্ত -এ দেখেছি। উন্নয়নের জয়ঢাকে কিঞ্চিৎ ছিদ্র রচনা করতে চেয়েছিল এই প্রযোজনাটি। অস াধারণ নাটক। এমন নাটক বহুদিন হয়নি। আদৌ হয়েছে কিনা জানি না। কিন্তু প. ব. সরকার শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার দেয়নি এই প্রযোজককে। এটা আর কিছুই নয়, শুধু বুঝিয়ে দেওয়া থাকলে আছ, না থাকলে নেই। গেট লস্ট! ফলে

পরবর্তী প্রযোজনা সময় অসময়ের বৃত্তান্ত -এ তাকে চলে যেতে হয় বিহারে। কলকাতায় আসে খুব ছোটো এক খণ্ড চিত্র নিয়ে এবং এবং এবং নকশালবাড়ি আন্দোলনকে সূক্ষ্ম সমালোচনায় বিদ্ধ করতে হয়।

এ তালিকা বড়ো দীর্ঘ, বড়ো দীর্ঘ। এই রচনা পাঠ করে কলকাতার বাইরে যারা থিয়েটার করেন তারা হয়তো বলবেন, আমাদের কথা কোথায়, আমার যে লড়াই করছি তার কথা কোথায়! এখন বিভিন্ন নাট্যমেলার সুবাদে কলকাতার বাইরের নাটকও দেখার সুযোগ ঘটছে। খুব ভালো ভালো কাজ হচ্ছে। কয়েকটি দল তো দুরন্ত কাজ করছেন--- গোবরডাঙায়, হালিশহরে, বহরমপুরে, শিলিগুড়িতে, হাওড়ায়, বালুরঘাটে, ২৪ পরগণায় তারা প্রতিবাদও করছেন। কিন্তু প্রায়শই একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে সযত্নে এড়িয়ে। এবং আমার মাঝে নাঝে মনে হয় প্রতিবাদ বলতে কি বোঝায় প্রতিবাদের সংকটটা আসলে কোথায় তা ঠিকঠাক বোধগম্যতায় নেই অনেকের। একটি নির্দিষ্ট ব্যায়াম আমাদের অনেক কিছু গুলিয়ে দিয়েছে। আমার এই মন্তব্য সম্পূর্ণ শিরোধার্য এমন ফরমান দেওয়ার মতন উন্মাদ আমি নই। তবে এটা একটা প্রবণতা। হয়তো প্রবণতাটি দুঃখজনক এবং একদিক থেকে আত্মবিনাশী।

তালিকা বিস্তারিত করে সংকটের জালে আর নিজেকে জড়াতে চাই না। তবে দুটি নাট্যকর্মের কথা অবশ্যই উল্লেখ করব যেখানে উচচারণটা রাষ্ট্রের বিদ্ধে। দুটি নাট্যকর্মের পরিচালকই বিভাস চক্রবর্তী। একটি মৃত্যু না হত্যা নান্দীপট প্রযোজনা। অন্যটি আজ কাল অথবা পরশু, অন্য থিয়েটার প্রযোজনা। মৃত্যু না হত্যা আমার মনে হয় বাংলা থিয়েটারের শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক নাটক। প্রথমটি দারিওফোর, অন্যটি মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের।

কোনও কোনও সর্বজন শ্রদ্ধেয় নাট্যব্যক্তিত্বের মতে অবশ্য উইংকল টুইংকল গত তিরিশ বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক নাটক। কেননা, তাঁদের মনে হয়েছিল শাসক দলের বিদ্ধে এমন নিপাট এবং সরাসরি উচচারণ ইতিপূর্বে আর ঘটেনি। কথাটা সত্য। কিন্তু খণ্ডসত্য। নকশালবাড়ি আন্দোলনের বিদ্ধেও এমন জঘন্য উচচারণ ইতিপূর্বে আর ঘটেনি। ২৬ বছরে শাসকদলের বিবর্তনের অনিবার্যতা অনেকেই মেনে নেবেন ঠান্ডা মাথায় বিচার করে। কিন্তু নকশালবাড়িকে হ্যাটা করার এই চিত্রটি তো মনে গেঁথে থাকবে! তাহলে শেষ বিচারে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল!

এ আলোচনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে পারে, তালিকা অফুরান থাকতে পারে। কেননা ইতিহাসটা ২৭ বছরের। সংকট এখন তার যৌবনের উপান্তে। এখন আর সংকট নয়। এখন সে আর জায়মান নয়, জারিত। এখন সে অভ্যাস। এই অভ্যাসের সে অনুদাস। শুতে তার চেহারা ছিল অন্যরকম। মন ছিল ভিন্নরকম। আশা ছিল স্বতন্ত্র। স্বপ্নছিল ভিন্ন। এখন এক বজরায় বসে শুধু ভিন্ন ভিন্ন গায়কীতে একই রাগিনী। প্রতিবাদের সংকটের কথা বলতে গেলে তারা চোখে আঙুল দিয়ে রায় দেবে এক বাক্যে --- তুমি বসে আছ গলুই ভাঙা দাঁড় ভাঙা নৌকায় একা, অন্ধকারে এক া। তুমি পাগল। তুমি সময় বোঝ না, তাই প্রতিবাদও বোঝ না। কোনো সঙ্কট নেই। আমরা প্রতিবাদী। প্রতিবাদ আমাদের জীবিকা। প্রতিবাদের একটা নিয়ম আছে, সব জীবিকায় যেমন থাকে। নিয়মের বাইরে যাওয়াটাই সংকট। বুঝলে! তোমরা এই নিয়মের বাইরে যেতে বলছো। তোমরা পাগল! তোমরা সেই খতম পন্থী!

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com